গাংনীতে টিএন্ডটির বেহাল দশা !

বিটিসিএল এর অধীন গাংনী ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ’র সেবা মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে গাংনীর গ্রাহকরা । কাঙ্খিত সেবা না পেয়ে গ্রাহকরা টেলিফোন লাইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। টেলিফোনের ইন্টারনেট লাইন নিয়েও কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন না। বর্তমানে অধিকাংশ সরকারি অফিসগুলোতে টেলিফোন সংযোগ থাকলেও এর মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সরকারি কর্মকর্তারায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার ও পরিবকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান ডিজিটাল যুগে গাংনী টেলিফোনের সেবামান অত্যন্ত খারাপ জনগণ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা আক্তার জানান টেলিফোন সেবা থেকে দীর্ঘ দিন যাবত আমার অফিস বঞ্চিত সরকারি সেবার কাজ চরম ভাবে ব্যাহত হচ্ছে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিৎ বলে মনে করি।

গাংনী উপজেলা খাদ্য অফিস সূত্রে জানা যায় দীর্ঘ দিন যাবত টেলিফোন টি বিকল হয়ে পড়ে আছে সরকারি কাজে অসুবিদা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিস সূেএ জানা যায়, তাদের অফিসের টেলিফোনের সংযোগ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বার বার তাগাদা দেয়ার পরেও কোন কাজ হয়নি । সরকারি কাজ সময়ে ঠিক করতে পারছি না। সব গ্রাহকদের অভিযোগ গাংনী ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অভিযোগ নং টি সব সময় বন্ধ থাকে সংযোগ পাওয়া যায় না। এছাড়া ইন্টারনেট লাইনও থাকে না অধিকাংশ সময় । ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে খরচ বেড়ে যাচ্ছে ইন্টারনেট সেবা নিতে গিয়ে।

গাংনী ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তা(টিসিএম) আব্দুর ছাত্তার জানান কোন জনবলে অভাবে কারণে টেলিফোন গ্রাহকদের সেবা ঠিক সময়ে দিতে পারছি না।

বিটিসিএল মেহেরপুর অফিসের সহকারী প্রকৌশলী জিললুর রহমান জানান গাংনীতে টেলিফোন গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের অসুবিদা আছে আমরা চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হবে বলে আমি মনে করি।

শৈলকুপয় শিক্ষক ফজলুর রহমান কিভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হলেন, জনমনে প্রশ্ন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল ট্রেডের শিক্ষক মোহাম্মদ ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। তিনি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সম্পূর্ণ নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে কর্তৃপক্ষকে মেনেজ করে ট্রেড পাল্টিয়ে সাধারণ শাখায় সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কিভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে তিনি অত্র বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি ১৯৯৮ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ট্রেড শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে যোগদান করেন। ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি একই পদে বহাল ছিলেন। তিনি ট্রেড পাল্টিয়ে ২০১৪ সালে সাধারণ শাখায় সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পর থেকে তিনি অনিয়ম দুর্নীতিতে মেতে ওঠেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নামাজ ঘরের টিনের চাল বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ তালাবদ্ধ করে নিজের আয়ত্বে রেখেছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা হতে ১৯৯২ সালে দাখিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যশোর হতে ১৯৯৪ সালে মানবিক শাখা হতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এছাড়াও তিনি ১৯৯৬ সালে বিএ ও ২০১০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে বিএড পাশ করেন।

অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান এই প্রতিবেদককে বলেন, আমার সব সনদপত্র আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র আলমারিতে রাখা ছিল। এরই মাঝে প্রতিষ্ঠানে একটু ঝামেলা

হওয়ার কারণে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভোকেশনাল ট্রেড থেকে সাধারণ শাখায় নিয়োগ পেয়েছি। অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি ঠিক নয়।

এ ঘটনায় বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তৈয়বুর রহমান খান বলেন, আমি সভাপতি হওয়ার পর আমার জানা মতে প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার অনিয়ম করা হয়নি। তবে প্রষ্ঠিানের প্রধান শিক্ষক নিয়ে একটু সমস্যা ছিল। সে কারণে ফজলুর রহমানের কিছু কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এ বিষয়টি অবগত আছি। চেষ্টা চলছে দ্রুত ওই সকল কাগজপত্র উদ্ধারের জন্য।

এ বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি কাজী আশরাফুল আজম বলেন আমি দায়িত্ব থাকা অবস্থায় ফজলুর রহমান ট্রেড শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায়। কিন্তু আমার জানা মতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার সাধারণ শাখায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ নেই। তবে কিভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তা আমার জানা নেই। ঠিক তদন্ত হলে এর মূল রহস্য বেরিয়ে আসবে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শামীম আহমেদ বলেন, ঘটনাটি আমার জানা ছিল না। খোঁজ খবর নিয়ে বিষয়টি দেখবো। যদি দোষি প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি থাকে এবং শিক্ষা নীতিমালার আওতায় পড়ে তাহলে তিনি ট্রেড পাল্টিয়ে সাধারণ শাখায় আসতে পারেন। অন্যথায় কোন সুযোগ নেই।

মেহেরপুরে আজ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১২ জন

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ১২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৪৯৫ জন।
আজ সন্ধা ৬ টার সময় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২৬টি রিপোটের মধ্যে ১২ টি পজিটিভ। এর

মধ্যে সদর ১টি, গাংনীতে ৮টি এবং মুজিবনগরে ৩টি। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩২৭২ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১৬৫ (সদর-৯৮, গাংনী- ৪৭, মুজিবনগর -২০) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১১ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন ২৮১ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৪ জনকে।

নমুনা ৩৪৭৩+৩৫=৩৫০৮, সদর ও হাসপাতাল ৫+১৯= ২৪, গাংনী-১১, মুজিবনগর-০। ফলাফল- ৩২৪৬+২৬= ৩২৭২টি।

সদর-১
বড় বাজার – হানিফ
মুজিবনগর-৩
মহাজনপুর-রফিকুজ্জামান শেখ (৭৫), বাগোয়ান- সান্তনা আক্তার (২৮), শিবপুর-সহিদুল (২৮)
গাংনী-৮
হাড়াভাঙ্গা-কোহিনুর (৫০), বামন্দী-আনোয়ারুল ইসলাম (৬২), হাড়াঙাঙ্গা- রাবেয়া খাতুন (৬৫), মটমুড়া ক্লাব বাজার- হারুন অর রশীদ (২২), মহিলা কলেজ পাড়া-আহাদুল হক (৪২), হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়া-সুলতান (৭৫), হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়া-কোহিনুর (৬০), হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়া-আব্দুল মজিদ (৭৭)

দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশং এর উদ্বোধন

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার,পুলিশ হবে জনতার এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইনী সহায়তা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষে ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে ।

বুধবার সকাল ১১ টার সময় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা (সার্কেল) মোঃ আবু রাসেল , দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ

জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, বিট অফিসার এসআই মোঃ আমজাদ হোসেন, এবং সহকারী বিট অফিসার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় উক্ত সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন, ইফটিজিং রোধকল্পে বিট পুলিশ পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

সর্বপরি এলাকার মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পুলিশিং সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ও পুলিশি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে এই বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দু’ব্যাবসায়ীর জরিমানা

মেরেপুরের গাংনী বাজারের ওষুধের দোকানসহ দুটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ভোক্তা অধিকার আইনে জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গাংনী বাজারের সেতু ফার্মেসী নামক একটি ওষুধের দোকান ও সেতু হার্ডওয়ার এ্যন্ড ইলেক্ট্রনিক দোকানে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সজল আহম্মেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানায়, গাংনীর সেতু ফার্মেসীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রাখার অপরাধে ফার্মেসীর মালিক বাবুল হাসানকে ১০ হাজার টাকা এবং পার্শ্ববর্তী সেতু হার্ডওয়ার এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স দোকানে যত্রতত্র গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ও গ্যাস সিলিন্ডারের

মুল্য তালিকা না টাঙ্গানোর অপরাধে দোকান মালিক আব্দুস সালামকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জেলা স্যানিটারী ইন্সেপেক্টর আব্দুস সালামসহ গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মাসকলাই উৎপাদনে কৃষি প্রণোদনা

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষি প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিস প্রণোদনা বিতনের আয়োজন করে।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, কৃষি কর্মকর্তা কেএম সাহাবুদ্দিন,উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ও এমপি প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু উপস্থিত ছিলেন।

প্রণোদনা কর্মসুচীর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ের ৭৬০ জন কৃষককে ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি পটাশ প্রদান করা হয়।

গাংনীতে আলমসাদুর ধাক্কায় যুবক

আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে স্যালোইঞ্জিন চালিত আলমসাদুর ধাক্কায় ইজিবাইক থেকে ছিটকে পড়ে হোসেন আলী নামের এক যুবক মারাত্বক জখম হয়েছে। হোসেন আলী (২৬) গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী পৌর এলাকার পশ্চিম মালশাদাহ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত হোসেন আলীকে মারাত্বক আহত অবস্থায় পথযাত্রীরা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

স্থানীয়রা জানান,হোসেন আলী সকালে ইজিবাইকে করে বাড়ি থেকে গাংনী আসছিলেন। মালশাদাহ নামক স্থানে পৌছালে থেকে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া আলমসাদু তাকে ধাক্কা দেয়।

এসময় হোসেন আলী ইজিবাইক থেকে ছিটকে পড়ে হাত-পা ও মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়। পথযাত্রীরা তাকে উদ্বার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

হোসেন আলীর অবস্থা আশঙকা জনক হওয়ায় জরুরী বিভাগের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

করোনাভাইরাসে আরও ৫৪ জনের প্রাণহানি

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৮২ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৫১৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ২ হাজার ১৪৭ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৪২৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৯০ হাজার ১৮৩ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে : জাফরুল্লাহ

দেশের টোটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

বুধবার ধানমণ্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে প্লাজমা ও ব্লাড ডোনেশন সেন্টারে সদ্য করোনা মুক্ত হয়ে প্লাজমা ডোনেট করতে আসেন বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। এসময় ডা. জাফরুল্লাহ দেশের সার্বিক করোনা পরিস্থিতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এসময় হাসপাতালের মাইক্রোবায়ালজি বিভাগের অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান, প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টর প্রধান গোলাম মোহাম্মদ কোরাইশি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু, গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও সনোলজিস্টি মোহাম্মদ শওকত আলী আরমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, রুমিন ফারহানা এখনো পুরো সুস্থ না, তবুও তিনি প্লাজমা দিতে এসেছেন। এটা চমৎকার ব্যাপার। আমরা গৌরব বোধ করছি রুমিন নিজ থেকে এটা করেছেন। আমরা তার সাথে কোনো যোগাযোগ করিনি। তিনি খুব সজাগ একজন নাগরিক যিনি জনগণের জন্য এতোটাই ভাবেন। রুমিন ফারহানা একটা চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন, আমি চাই করোনা থেকে সুস্থ অন্য এমপিরাও প্লাজমা দানে এগিয়ে আসবেন। যারা করোনা আক্রান্ত নন তারাও নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে প্লাজমা সংগ্রহ এখনো পর্যাপ্ত না। তাই প্রতিটি করোনা আক্রান্ত মানুষকে প্লাজমা দানে এগিয়ে আসতে হবে। একজন মানুষের প্লাজমা দিয়ে ৫ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া যায়।

রুমিন ফারহানা বলেন, করোনা লুকিয়ে রাখার বিষয় না। সে কারণে করোনা পজিটিভ জানার সাথে সাথে আমি ফেসবুকে সেটা জানিয়েছি। দেশের সব মিডিয়ার সাংবাদিক ভাইয়েরা সেটা নিয়ে সংবাদ করে সবাইকে জানিয়েছেন। এতে আমার আমার প্রতিবেশী এবং আমার সাথে যাদের যোগাযোগ করার কথা তারা সতর্ক থাকতে পেরেছেন।

তিনি আরও বলেন, করোনার শুরু থেকেই আইসিইউ-ভেন্টিলেটর দূরেই থাকুক সরকারি হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত অক্সিজেনও নেই। প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে রোগীদের যদি আইসিইউ পর্যন্ত যেতে না হয়, বা রেমডিসিভির এর মত দামি ওষুধ নিতে না হয় তাহলে সেটাও অনেক বড় একটা প্রাপ্তি।

আমি বিশ্বাস করি করোনা থেকে সেরে ওঠা প্রতিটা মানুষ যদি অন্য কোনো বড় অসুস্থতায় আক্রান্ত না থেকে থাকেন তাহলে প্লাজমা দেয়া তাদের কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্যটিই পালন করতে এসেছি। আমার জেনে খুব ভালো লাগছে এই রক্ত দিয়ে ৫ জন গুরুতর অসুস্থ করোনা রোগী উপকৃত হবেন।

আমি আশা করি, করোনা থেকে সেরে ওঠা প্রতিটি মানুষ প্লাজমা দেবেন। এই ভয়ঙ্কর মহামারীর সময় সরকার আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি, তাই আমাদের সকলের উচিত নিজেদের পাশে দাঁড়ানো।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনী পৌরসভাসহ ২৩৪ টিতে ভোট ডিসেম্বরে

দেশের ২৩৪ পৌরসভায় ভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে আগামী ডিসেম্বরেই। নির্বাচন কমিশন (ইসি) ডিসেম্বরকে মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নিয়ে এগুচ্ছে। এই লক্ষ্যে ইসি সচিবালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন। রোববার অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় এই নির্দেশনা দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, ওই সভায় পৌরসভা নির্বাচনের বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত না হলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং পৌরসভাগুলোর নির্বাচনের সময় হওয়ায় নভেম্বর-ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন আয়োজনে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে গত ১০ আগস্টের কমিশন সভায়ও একই ধরনের সিদ্ধান্ত হয়।

যে ২৩৪টি পৌরসভায় ভোটের চিন্তা ইসির:নির্বাচন কমিশন দেশের ২৩৪টি পৌরসভায় ভোটগ্রহণের চিন্তা করছে। তবে এই সংখ্যা কম বা বেশিও হতে পারে। যেসব পৌরসভায় ভোট অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো হলো, টাঙ্গাইল সদর, ধনবাড়ী, মধুপুর, মির্জাপুর, ভুঞাপুর, সখিপুর, গোপালপুর, কালীহাতি, জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর সদর, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, ত্রিশাল, ভালুকা, গফরগাঁও, নান্দাইল, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া, নেত্রকোনা সদর, মদন, মোহনগঞ্জ, দুর্গাপুর, কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জ সদর, কুলিয়ারচর, হোসেনপুর, কটিয়াদী, বাজিতপুর, ভৈরব, করিমগঞ্জ, মানিকগঞ্জ সদর, সিংগাইর, মুন্সীগঞ্জ সদর, মিরকাদিম, ঢাকার ধামরাই, সাভার, নরসিংদী সদর, মাধবদী, মনোহরদী, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ, তারাবো, রাজবাড়ী সদর, পাংশা, গোয়ালন্দ, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, নগরকান্দা, গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গীপাড়া, মাদারীপুর সদর, কালকিনি, শিবচর, শরীয়তপুর সদর, নড়িয়া, ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ পৌরসভা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া, কুমিল্লার চান্দিনা, লাকসাম, দাউদকান্দি, বরুড়া, চৌদ্দগ্রাম, হোমনা, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, ছেংগারচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, মতলব, ফেনী সদর, দাগনভুইঞা, পরশুরাম, নোয়াখালীর বসুরহাট, চৌমুহনী, হাতিয়া, চাটখিল, লক্ষ্মীপুরের

রামগঞ্জ, রামগতি, রায়পুর, চট্টগ্রামের সন্দীপ, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, মীরসরাই, বারাইয়ারহাট, পটিয়া, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, সীতাকুণ্ডু, খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙা, রাঙামাটি সদর, বান্দরবান সদর ও লামা পৌরসভা।

মেহেরপুরের গাংনী, কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, খোকসা, খুলনার পাইকগাছা, দাকোপের চালনা, চুয়াডাংগা সদর, দর্শনা, জীবননগর, আলমডাঙ্গা, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, হরিণাকুণ্ডু, শৈলকূপা, যশোর সদর, নওয়াপাড়া, মনিরামপুর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, কেশবপুর, নড়াইল সদর, কালিয়া, বাগেরহাট সদর, মোড়েলগঞ্জ, মাগুরা সদর, সাতক্ষীরা সদর ও কলারোয়া পৌরসভা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, রহনপুর, শিবগঞ্জ, নাচোল, জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর, কালাই, নওগাঁ সদর, নজিপুর, নাটোর সদর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, নলডাঙ্গা, গোপালপুর, গুরুদাসপুর, পাবনা সদর, ভাঙ্গুড়া, ঈশ্বরদী, চাটমোহর, সাঁথিয়া, সুজানগর, ফরিদপুর, বগুড়া সদর, শেরপুর, সারিয়াকন্দি, গাবতলী, সান্তাহার, কাহালু, ধুনট, নন্দীগ্রাম, শিবগঞ্জ, রাজশাহী জেলার কাঁকনহাট, আড়ানী, মুন্ডুমালা, কেশরহাট, গোদাগাড়ী, তাহেরপুর, ভবানীগঞ্জ, তানোর, কাটাখালী, চারঘাট, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, নওহাটা, সিরাজগঞ্জ সদর, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, বেলকুচি ও কাজিপুর পৌরসভা।

ঝালকাঠির নলছিটি, পিরোজপুর সদর, স্বরূপকাঠি, পটুয়াখালীর কলাপাড়া, কুয়াকাটা, বরগুনা সদর, বেতাগী, পাথরঘাটা, বরিশালের মুলাদী, গৌরনদী, মেহেন্দীগঞ্জ, বানারীপাড়া, বাকেরগঞ্জ, উজিরপুর, ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, দৌলতখান।

সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক, জগন্নাথপুর, দিরাই, সিলেটের জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, গোলাপগঞ্জ, মৌলভীবাজার সদর, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, বড়লেখা, হবিগঞ্জ সদর, নবীগঞ্জ, চুনারুঘাট, মাধবপুর ও শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা।

কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, উলিপুর, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, পঞ্চগড় সদর, ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, দিনাজপুর সদর, ফুলবাড়ী, বীরগঞ্জ, বিরামপুর, হাকিমপুর, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর, জলঢাকা, পঞ্চগড় সদর, রংপুরের বদরগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর ও পাটগ্রাম পৌরসভা।